প্রথম আলো

11 APR 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁস

তদন্ত কমিটি করেই দায়িত্ব শেষ!

মোশতাক আহমেদ ●

বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার পাশাপাশি এখন বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হচ্ছে। এমনকি প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষাও এ থেকে মুক্ত নয়। শিক্ষক ও অভিভাবকেরা বলছেন, এখনই কঠোর পদক্ষেপ না নিলে এর পরিণাম হবে ভয়াবহ।

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও এর প্রতিকার মিলছে না। বিভিন্ন সময় তদন্ত কমিটি হলেও এর সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের আগ্রহ তেমন দেখা যায় না। এসব ঘটনার মূল উৎস বের করতে না পারায় এ ধরনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে।

সর্বশেষ ঢাকা বোর্ডের অধীন উচ্চমাধ্যমিকের (এইচএসসি) ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এ কারণে স্থগিত ওই পরীক্ষার নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ জুন। এ ঘটনা খতিয়ে দেখতে আগের মতোই আরও দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সোহরাব হোসাইনকে প্রধান করে সাত সদস্যের কমিটি করেছে মন্ত্রণালয়। আর বোর্ড সচিব আবদুস সালাম হাওলাদারকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের কমিটি করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। দুই কমিটিকেই ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

> “এবার মূল উদ্‌ঘাটন করেই ছাড়ব। এ জন্য যা যা করার, তা-ই করা হবে
>
> **নুরুল ইসলাম নাহিদ**
> শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘এবার মূল উদ্‌ঘাটন করেই ছাড়ব। এ জন্য যা যা করার, তা-ই করা হবে।’

৩ এপ্রিল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কয়েকজন অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বলেছেন, শুরু থেকেই এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠলেও বিষয়টি আমলে নেয়নি বোর্ড। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। তবে বৃহস্পতিবারের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা আর চেপে থাকেনি।

জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, ‘এসব ঘটনায় তদন্ত হয়। কিন্তু তদন্তের পর কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেটা জনসমক্ষে জানানো হয় না। ফলে অপরাধীরা আরও উৎসাহী হয়। আমাদের সন্তানদের কথা বিবেচনা করে অবশ্যই যেকোনো মূল্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধ করতে হবে।’

ঢাকা বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, ইন্টারনেট ও মুঠোফোনে এবার বিষয়টি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার রাত আটটার দিকে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দপ্তরে একটি ফ্যাক্সবার্তা আসে। সেটি পরীক্ষা করে দেখা যায়, মূল প্রশ্নের সঙ্গে সবই মিলে গেছে। এরপর পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। তবে বোর্ডের চেয়ারম্যান তাসলিমা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, ফ্যাক্সটি কোত্থেকে এসেছে, তা জানা যায়নি।

মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সর্বশেষ প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর আসে ফরিদপুরের নগরকান্দা থেকে। সেখানে প্রশ্নপত্র উদ্ধারও হয়।

প্রথম আলোর ফরিদপুর অফিস জানায়, বুধবার সন্ধ্যায় নগরকান্দায় চারটি ফটোকপির মেশিন ও ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। নগরকান্দার প্রশ্নের সঙ্গে মূল প্রশ্ন মিলে যায়।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

● সম্পাদকীয় : আবার প্রশ্নপত্র ফাঁস—পরীক্ষাব্যবস্থার স্থায়ী ব্যাধি হয়ে উঠছে? : পৃষ্ঠা-১২

তদন্ত কমিটি করেই দায়িত্ব শেষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসব বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবেদন এবং ফাঁস হওয়া প্রশ্নগুলো ফ্যাক্স করে ঢাকা বোর্ডে পাঠানো হয়।

প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণের সঙ্গে জড়িত থাকার শাস্তি ন্যূনতম তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড। পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন, ১৯৮০ এবং সংশোধনী ১৯৯২ আইনে শাস্তির এই বিধান রয়েছে। আইনটি প্রণয়নের পর বিসিএসসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় অন্তত ৬২টি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির নেই।

নামেই তদন্ত: গত বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এরপর ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ মেলেনি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। যেটা পাওয়া গেছে, সেটা ‘সাজেশন’।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে গত বছরের নভেম্বরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায়। ওই পরীক্ষার প্রায় সব বিষয়ের প্রশ্নই ফাঁস হয়। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তদন্তে দেখা যায়, ইংরেজিতে ৮০ শতাংশ এবং বাংলায় ৫০ শতাংশ প্রশ্নের মিল পাওয়া গেছে। কিন্তু তার পরও পরীক্ষা বাতিল করা হয়নি।

ওই কমিটি প্রশ্ন প্রণয়ন-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে বিজি প্রেসের নিরাপত্তাব্যবস্থা ও গোপনীয় ছাপাখানা আধুনিকায়ন করা, চিহ্নিত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও সন্দেহের তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করে আইনানুগ শাস্তি প্রদানসহ সাতটি সুপারিশ করে। কিন্তু সুপারিশগুলো কার্যত কাগজেই থেকে যাচ্ছে। তবে ওই কমিটির প্রধান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম আসরারুল ইসলাম গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেছেন, ওই ঘটনার পর জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) কয়েকজনকে বদলির পাশাপাশি প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

এর আগে ২০১২ সালেও সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠলে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি করা হয়। তখনো বিষয়টিকে ‘সাজেশন’ বলে চালিয়ে দেয় কমিটি। সেই কমিটি পরীক্ষার জন্য একাধিক সেটে প্রশ্নপত্র ছাপার সুপারিশ করলেও তা আমলে নেওয়া হয়নি। ফলে গত বছর প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও পরীক্ষা স্থগিত করা হয়নি।

গত ডিসেম্বরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্-প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়। ১৭টি জেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে পরীক্ষা বাতিল করা হলেও কারণ উদ্‌ঘাটন করা হয়নি, ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। কয়েক দফা পিছিয়ে এ পরীক্ষার নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮ এপ্রিল।

এর আগে ২০১০ সালে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ওই সময় ফাঁস হওয়া প্রশ্নে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার ‘ডিগ্রজগৎ বিনোদন কেন্দ্রে’ মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়ার সময় পুলিশ ১৬৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তে ওই ঘটনার জন্য ‘বিজি’ প্রেসের কয়েকজন কর্মচারীকে চিহ্নিত করা হয়। এরপর তদন্ত কমিটি বিজি প্রেসের নিরাপত্তা বাড়ানোসহ অনেকগুলো সুপারিশ করে। কিন্তু সেসব সুপারিশও ফাইলবন্দী।

এর আগে বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে বিসিএস পরীক্ষা বাতিল করে তা পুনরায় নেওয়া হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বারও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়।

সন্দেহ সেই বিজি প্রেসে: এসএসসি, এইচএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত পরীক্ষকদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে শিক্ষা বোর্ড। নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে সেখান থেকে একাধিক সেট প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। পরে লটারির মাধ্যমে সেট নির্ধারণ করে দুই সেট প্রশ্নপত্র বিজি প্রেস থেকে ছাপানো হয়। বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, যে গোপনীয় পদ্ধতিতে প্রশ্নসেট তৈরি হয়, তা বাইরের কারও জানার কথা নয়। তার পরও প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে।